যায়যায়দিন

তারিখঃ ১২-১১-২০২৩ (পৃঃ ১৩)

ব্রি'র বিজ্ঞানীদের যুগান্তকারী উদ্ভাবন

দেশীয় উপযোগী প্রথম কম্বাইন হারভেস্টার

■ ইঞ্জিনিয়ার সাজ্জাদ হোসেন

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রথম দেশীয় উপযোগী কম্বাইন হারভেস্টার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এই কৃষিযন্ত্রটি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কৃষকরা একই সঙ্গে ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও বস্তাবন্দি করতে পারবেন। প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে এই যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তারা তাদের সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় করতে পারবেন। এই হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটলে খড়ের কোন ক্ষতি হবেনা, খড় আস্ত থাকবে।

শতভাগ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের মধ্যে সরবরাহের লক্ষ্যে বর্তমানে কৃষিযন্ত্রটি চায়না, কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে। এই ধরনের একটি যন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানি করতে ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। সেখানে ব্রি হেড ফিড কম্বাইন হারভেস্টারটি ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকায় প্রস্তুত করা সম্ভব। ফলে এর উৎপাদন খরচ আমদানিকৃত কম্বাইন হারভেস্টারের তুলনায় অনেক কম হবে।

দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরিকৃত বিধায় যন্ত্রটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হবেনা। স্থানীয়ভাবে এই যন্ত্রটি ব্যাপকভাবে তৈরি করা সম্ভব হলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হবে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় 'ব্রি হোল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার' নামে আরেকটি হার্ভেস্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে- যার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বিনামূল্যে ধান কাটার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

হেড ফিড হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটলে খড়ের কোনো ক্ষতি হবে না, খড় আস্ত থাকবে। দেশের কৃষকরা যারা পশুপালন করেন তাদের কাছে পশুর খাদ্য হিসেবে খড়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেসব অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পশুপালন করা হয় সেখানে শুকনো খড়ের রয়েছে বিশেষ চাহিদা। তাছাড়া কৃষকরা জ্বালানি, কাঁচা ঘরের ছই দেয়া, বীজ জাগ দেয়াসহ নানা কাজে খড় ব্যবহার করেন। তাই ধানের খড় সংরক্ষণ করাও অত্যন্ত জরুরি- যা এই যন্ত্রের একটি বাড়তি সুবিধা বলে বিবেচিত হবে।

বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার প্রাপ্ত স্বনামধন্য কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কারখানায় এই অত্যাধুনিক যন্ত্রটি তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্প সক্ষমতার ক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে গেল বাংলাদেশ। স্থানীয় কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে আলীম ইন্ডাস্ট্রিজের কারিগরি সহযোগিতায় দেশে এই প্রথম আন্তর্জাতিকমানের দেশীয় উপযোগী ব্রি হেড ফিড কম্বাইন হারভেস্টারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন গ্রুপের প্রধান গবেষক ছিলেন ওই প্রকল্পের ট্রকল্প পরিচালক ও ব্রি'র খামার যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর এ কে এম সাইফুল ইসলাম, সহযোগী গবেষক ছিলেন একই বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান পিন্টু ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আরাফাত উল্লহ খান।

'যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের অর্থায়নে উন্নয়নকৃত ব্রি হেড-ফিড কম্বাইন হারভেস্টারের প্রথম প্রটোটাইপের মাঠ পরীক্ষণ সফলভাবেসম্পন্ন হয়েছে। সিলেটের খাদিমনগরে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) কৃষি খামারে সোমবার এই মাঠ পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়। মাঠ পরীক্ষণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন- কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) রবীন্দ্র শ্রী বড়ুয়া এবং অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) মো. মাহবুবুল হক পাটোয়ারী এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মহাপরিচালক ডক্টর মো. শাহজাহান কবীর।

এ বিষয়ে উদ্ভাবক ডক্টর এ কে এম সাইফুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ কর্তনোত্তর অপচয় ১২ থেকে ১৫ ভাগ- যা যান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনলে ৫ থেকে ২২ ভাগ ফলন বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ খুচরা যন্ত্র তৈরি হচ্ছে- যা বেশ উন্নত মানের। কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এই বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ১২-১১-২০২৩ (পৃঃ ১১)

শরণখোলা, বাগেরহাট : ব্রি-৭১ ও ব্রি-৭৫ আগাম জাতের ধান কাটছেন কৃষক -জনকণ্ঠ

ধানের বাম্পার ফলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, শরণখোলা, বাগেরহাট ॥ বাগেরহাটের শরণখোলায় ব্রি-৭১ ও ব্রি-৭৫ আগাম জাতের ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। ইতোমধ্যে ফসল কাটাও শুরু করেছেন চাষিরা। উপকূলীয় শরণখোলায় দুই-তিন বছর ধরে চাষ হচ্ছে এই আগাম জাতের ধান। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারই ফলন ভালো হয়েছে। ধানের দামও ভালো পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তারা।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার চারটি ইউনিয়নে এ বছর ১০০ হেক্টর জমিতে ব্রি-৭১ ও ব্রি-৭৫ ধানের চাষ হয়েছে। যেসব জমির ধান কাটা হয়েছে, পরিমাপ করে দেখা গেছে, হেক্টরপ্রতি ৪ থেকে সাড়ে ৪ মেট্রিক টন ফলেছে। যা বিগত বছরের তুলনায় ফলন অনেক ভালো। একবিঘা জমি চাষ থেকে শুরু করে ফসল কাটা পর্যন্ত কৃষকের খরচ হয়েছে ১৬ হাজার টাকা। আর বর্তমান বাজারে এক মণ ধান বিক্রি হচ্ছে এক হাজার টাকা। এতে চাষিরাও ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন। এই ধান চাষে আগ্রহও বাড়ছে তাদের।

উপজেলার রায়েন্দা ইউনিয়নের উত্তর রাজাপুর গ্রামের চাষি মাসুদ মীর জানান, তিনি এবার চার বিঘা জমিতে ব্রি-৭১ ও ব্রি-৭৫ আগাম জাতের ধান চাষ করে বেশ খুশি। কারণ তার দুই বিঘা জমিতে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে ৩২ হাজার টাকা। ফসল পেয়েছেন প্রায় ১০০মণ। বর্তমান বাজারদর হিসেবে বিক্রি করলে প্রায় এক লাখ টাকা

শরণখোলায় আগাম জাতে চাষির মুখে হাসি

বিক্রি করতে পারবেন। এ বছর যেভাবে ফলন হয়েছে তাতে আগামী বছর আরও বেশি জমিতে চাষ করবেন বলে জানান তিনি। উপজেলার উত্তর কদমতলা গ্রামের চাষি নজরুল ইসলাম হাওলাদার, কালাম খান, অহেদ খান, দক্ষিণ কদমতলা গ্রামের চাষি আবুল মোল্লা ও খোকন মোল্লা জানান, গত দুই বছরে তারা এত ফলন দেখেননি। এবার তারা অনেক লাভবান হবেন। তাদের জমির ফলন দেখে আগামীতে গ্রামের অনেকেই এই আগাম জাতের ধান চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

উপজেলার খোন্তাকাটা গ্রামের ধান ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন, ফারুক হোসেনসহ কয়েক ব্যবসায়ী জানান, এ বছর ধানের প্রচুর দাম।

গত বছর এক মণ ধান কিনেছেন সাড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকায়। এবার সেই ধান এক হাজার টাকা দরে কিনতে হচ্ছে। তারা ধান কিনে চাল তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন। কেবল ধান কেনা শুরু করেছেন তারা। চাল তৈরিতে আরও সময় লাগবে।

শরণখোলা কৃষি অফিসের উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মোস্তফা মশিউল আলম জানান, উপজেলায় এবার মোট ৯ হাজার ২৫০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে আগাম জাতের ধান চাষ হয়েছে ১০০ হেক্টরে। এই জাতের চারা রোপণের পর থেকে ১১০ থেকে ১১৫ দিনের মধ্যেই ফসল কাটার উপযোগী হয়। রোগবালাইও কম। এবার আশানুরূপ ফলন পেয়েছেন তারা।